আওয়াইল ইউনিয়ন পরিষদ ও সি হাজার প্রজেক্ট -বাংলাদেশের মধ্যে

# সমঝোতা স্মারকপত্র (MOU)

## ১. পটভূমি:

কার্যকর ও স্বশাসিত স্থানীয় সরকার আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই বিধানের ভিত্তিতে গড়ে উঠা আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় 'ইউনিয়ন পরিষদ' সবচেয়ে প্রাচীনতম ও জনগণের সোরগোড়ার সরকার।

স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে, স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে, স্থানীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, একইসাথে তৃণমূলের গণতন্ত্র বিকাশে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও সরকারের অংশ হিসেবে বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রতিশ্রুতি 'সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ' এমডিজি অর্জনে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদ দায়বদ্ধ। উল্লেখ্য যে, ২০০০ সালে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘের শীর্ষ সম্মেলন থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বিরাজমান ক্ষুধা-দারিদ্র অর্ধেকে নামিয়ে আনার ঘোষণা প্রদান করেন। তখন থেকে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারিভাবে এমডিজি অর্জনকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং নারীর অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হয়েছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্থানীয় পর্যায়ে জীবন-জীবিকা, সামাজিক, অবকাঠামোগত এবং সুশাসন- সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধানসহ এমডিজি অর্জনে সবচেয়ে প্রয়োজন কার্যকর, সুশৃঙ্খল ও পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত **ইউনিয়ন পরিষদ**। দীর্ঘ ৮ বছর পর ২০১১ সালে ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯ এবং এর ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রায় প্রতিটি পরিষদে নির্বাচিত হয় একঝাক নতুন নেতৃত্ব। তাই এই নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা ও দক্ষতা, গণতন্ত্রের চর্চা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ঘুণেপযোগী নাগরিক সেবা প্রদান, এবং ইউনিয়ন পরিষদের সকল কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা আজকে সময়ের দাবি।

আর বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে **সি হাজার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ** বিশ্বাস করে কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা না গেলে, তৃণমূলের জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে না, এমনকি ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জন হবে সুদূর পরাহত। একই সঙ্গে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও সুসংহত হবেনা। তাই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে, শক্তিশালী ও কার্যকর ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের পদক্ষেপ নেয়া একান্ত জরুরী। এই বোধ থেকে সি হাজার প্রজেক্ট স্থানীয় সরাকারের প্রচলিত ভূমিকার রূপান্তর, সামর্থ্য বিকাশ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং এমডিজি অর্জনে স্থানীয় জনগণকে ক্ষমতায়িত, সংগঠিত ও অনুপ্রাণিতকরণে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

এই পটভূমিতে UNDEF এর সহায়তায় পরিচালিত MDG Unions: Building Participatory Democracy From the Bottom Up in Rural Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং ইউনিয়নকে এমডিজি ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যৌথভাবে ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনার প্রত্যয়ে আওয়াইল-ইউনিয়ন পরিষদ ও সি হাজার প্রজেক্ট - উভয় প্রতিষ্ঠান ঐকমতে উপনীত হয়েছে।

## ২: সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য:

**এমডিজি ইউনিয়ন** গড়ার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও বাজেট প্রনয়ণসহ সামর্থ্য বিকাশে সহায়তা প্রদান এবং এমডিজি অর্জনে উভয় পক্ষের (আওয়াইল ইউনিয়ন পরিষদ ও সি হাজার প্রজেক্ট) মধ্যে যৌথ অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

## ৩: মেয়াদ:

এই সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ হবে-তিন (২) বছর ( জুন ' ২০১৩ হতে এপ্রিল' ২০১৫ পর্যন্ত), যা পরবর্তীতে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনমতো বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

## ৪: সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষরদাতাগণের দায়-দায়িত্ব

### ৪.১. প্রথম পক্ষ: আওয়াইল ইউনিয়ন পরিষদ, গোপালপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল জেলা

- এমডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে পরিষদের সকল সদস্য নিবেদিতভাবে কাজ করবেন;
- বিদ্যমান ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯ ও বিধি-বিধান অনুসরণে পরিষদকে কার্যকর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
- পদ্ধতিগতভাবে বিধিমোতাবেক পরিষদের সভা আয়োজন ও পরিচালনা করবেন;

- আইন অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- পদ্ধতিগতভাবে **ওয়ার্ড সভা** কার্যকর করার মাধ্যমে পরিষদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন;
- সরকারের হস্তান্তরিত বিভাগ, অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সেবা প্রদানমূলক কার্যক্রমের তদারকি ও সমন্বয় করবেন;
- দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার আলোকে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন;
- এমডিজির লক্ষ্যসমূহকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাজেট প্রণয়ন ও উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন আয়োজন করবেন;
- নাগরিক সনদ প্রচার, প্রকাশ ও কার্যকর করবেন;
- পরিষদ সদস্যদের কারিগরী দক্ষতা ও নেতৃত্ব বিকাশে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও পরামর্শমূলক সভায় সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন;
- পাস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এমডিজি অর্জনে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রমে সহায়তা করবেন।

### ৪.২ দ্বিতীয় পক্ষ: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

- ইউনিয়ন পরিষদ আইন'২০০৯, জারিকৃত পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরিতে প্রথম পক্ষকে সহায়তা প্রদান করবেন;
- প্রথম পক্ষের কারিগরি সামর্থ্য ও নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়মূলক সভা আয়োজন ও পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করবেন;
- স্থায়ী কমিটি গঠনে সহায়তাসহ সদস্যগণের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে কর্মশালা বা প্রশিক্ষণ আয়োজন ও পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করবেন;
- প্রথম পক্ষ কর্তৃক আয়োজিত ওয়ার্ড সভা পদ্ধতিগতভাবে পরিচালনার লক্ষে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন;
- প্রথম পক্ষের দীর্ঘ মেয়াদী / বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন;
- বাজেট প্রণয়ন ও উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন আয়োজনে প্রথম পক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করবেন;
- একদল সক্রিয় স্বেচ্ছাব্রতী সৃষ্টিতে সহায়তা করবেন, যারা এমডিজি ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পৃক্ততায় স্থানীয় নারী-পুরুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতেভূমিকা রাখবেন;
- অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে এমডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন।

### ৫. পরিকল্পনা ও অগ্রগতি:

মাসিক/বার্ষিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও অগ্রগতি প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ পরস্পরের মধ্যে বিনিময় ও সভার মাধ্যমে পর্যালোচনা করবেন।

### ৬. সমঝোতা চুক্তিপত্র:

ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও এমডিজি ইউনিয়ন গড়ার জন্য এই সমঝোতা চুক্তিপত্র উভয় পক্ষ সম্পাদন করেছেন, যা ৩০ এপ্রিল' ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই চুক্তিপত্রের অধীনে উভয় পক্ষের মধ্যে কোনরূপ আর্থিক লেনদেন হবে না। চুক্তিভুক্ত পক্ষ দ্বয় এতদ-সংক্রান্ত চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যমে পাস্পরিক সম্মতিতেও এই চুক্তিপত্র সংশোধন করতে পারবে। দুই পক্ষের প্রধানগণ চুক্তিপত্রের মূল দুটি কপিতে স্বাক্ষর করবেন।

| প্রথম পক্ষ | দ্বিতীয় পক্ষ |
|---|---|
| স্বাক্ষর:<br>তারিখ: 20.06.2013<br>মো. খায়রুল ইসলাম<br>চেয়ারম্যান<br>কাওয়াইল ইউনিয়ন পরিষদ<br>কাওয়াইল, গোপালপুর উপজেলা<br>টাঙ্গাইল জেলা। | স্বাক্ষর: বদিউল আলম মজুমদার<br>তারিখ<br>ড: বদিউল আলম মজুমদার<br>কান্ট্রি ডিরেক্টর ও গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট<br>দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ<br>৩/৭ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা |